লিপি

পোর্ট ব্লেয়ার, বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল, ২০১৭

Port Blair ● Thursday, April 20, 2017
Arthik lipi, Page 3

স্টিং কান্ডে তৃণমূলকে কটাক্ষ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে রাজ্যের বিরোধী নেতৃত্বের

নাম না করেই রাজ্যের শাসক দলকে ‘চোর’ বলে কটাক্ষ স্মৃতি ইরানির

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ-সারদা কাণ্ডে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্ত নিয়ে বিজেপিকে যখন এক হাত নিচ্ছে তৃণমূল, তখন আইনের দোহাই দিয়ে বিষয়টা কিছুটা এড়িয়ে গিয়েও স্মৃতি স্মিত হেসে বলেন, ‘উল্টা চোর কোতোয়াল কো ডাটে’! ‘কংগ্রেসের সরকার থাকাকালিন উন্নয়ন কিভাবে হয়েছে তা জনসাধারণ দেখেছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রভাই মোদির পরিচালনায় সবার বিকাশ তখনই সম্ভব যখন সবাই একসঙ্গে থাকবে। রাষ্ট্রের উন্নতি প্রদেশের উন্নতির উপর নির্ভরশীল’ বলে মন্তব্য করেন স্মৃতি। সমাজের সর্বস্তরে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ জয়ে আশাবাদী কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই যে সেই জয় আসবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে সেই বার্তাই দেন নেত্রী।

পশ্চিমবঙ্গে ঘরে-বাইরে তৃণমূলকে কোণঠাসা করতে প্রস্তুতি শুরু করেছে বিজেপি। নির্বাচনী লড়াইয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেসের অস্তিত্ব যখন সংকটে তখন লড়াইয়ের ময়দান আরও গুছিয়ে নিতে রাজ্যে মাঝে মধ্যেই হাজির হচ্ছেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। রাজ্যে দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বচনে দ্বিতীয় স্থান পাওয়ার পরই মনোবল আরও বেড়েছে বলেই মত বিজেপির অন্দরমহলের। সেই মনোবল ধরে রাখতেই কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা করতে বুধবার রাজ্যে এলেন বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এদিন বিজেপির সদর দফতরে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিন্‌হার সঙ্গে স্মৃতি ইরানি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। পশ্চিমবঙ্গ সফরের কারণ তিনি নিজেই জানান। উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে তাদের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে একটি দলীয় স্তরে আলাপ আলোচনার স্বার্থেই তার এই আগমন। তবে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতিতে উত্তর কলকাতা লোকসভা কেন্দ্র দিয়েই ঘুঁটি সাজাতেই তাঁর এই আগমন। উত্তর প্রদেশের পর পশ্চিমবঙ্গই যখন পাখির চোখ তখন উত্তর কলকাতা দিয়েই শুরু করতে চাইছে বিজেপি ব্রিগেড বলা বহুল্য।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রীতিমতো পরিসংখ্যান দিয়ে বিজেপি যে জনসাধারণের পাশে আছে তা সকলের সামনে তুলে ধরেন স্মৃতি। গত ৩ বছরে বিজেপির শাসনকালে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত মুদ্রা যোজনা ও উজ্জ্বলা যোজনায় যেভাবে নিম্নবিত্ত মানুষ উপকৃত হয়েছে তাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন তিনি।

২০১৫-২০১৬ সালে বিশেষ মুদ্রা যোজনায় শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই মানুষের কাছে পৌঁছয় ৮ হাজার কোটি টাকা এবং ২০১৬-২০১৭ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১৫ হাজার কোটি। অন্যদিকে উজ্জ্বলা যোজনা শুরু আগে নরেন্দ্র মোদির ‘গিভ ইট আপ’ অভিযানের আওতায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমে প্রায় ১ কোটির বেশি মানুষ নিঃশর্তে এলপিজির উপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়ার বিষয়ে বিজেপির পাশে এসে দাঁড়ায়। যার ফলে পরবর্তীকলে গৃহীত ‘উজ্জ্বলা যোজনা’র মাধ্যমে চলতি বছরের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র দেশের প্রায় ২ কোটির বেশি বিপিএল তালিকাভুক্ত পরিবারের কাছে এলপিজি সিলিন্ডার তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, যা বিজেপির শাসনকালে এক যুগান্তকারী সাফল্য বলেই মনে করছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। এই প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয় বলে জানান তিনি।

এদিকে এদিনই বাবরি মসজিদ কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের রায় বিজেপির বিরুদ্ধে যায়। উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কাণ্ডে প্রবীন বিজেপি নেতা এল কে আদবানি, উমা ভারতী ও মুরলী মনোহর যোশির বিরুদ্ধে মামলা চলবে লখনউ ও রায়বেরিলি আদালতে। তবে বর্তমানে রাজস্থানের রাজ্যপাল থাকায় উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কল্যান সিং-কে মামলার হতে থেকে রেহাই পেয়েছেন। তবে এই বিষয় নিয়ে বিজেপি নেত্রীকে প্রশ্ন করা হলেও তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান। তাঁর বক্তব্য, বাবরি মসজিদ নিয়ে আদালতের রায়ই সর্বোচ্চ। তবে বিষয়টি এখনও বিচারাধীন বলে কোনও মন্তব্যই করবেন না বলে সরাসরি জানিয়ে দেন তিনি।

নারদ নিয়ে আবার আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি মান্নানের, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাতেই সারদা আর নারদ: সুজন

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে ফের আদালতে যাওয়ার হুমকি মান্নানের। অপরদিকে তৃণমূল নেতা-মন্ত্রীদের পাশাপাশি খোদ মুখ্যমন্ত্রীকেও গ্রেফতারের দাবি সুজনের। নারদ কাণ্ডে সিবিআইয়ের এফআইআরের পর সরাসরি রাস্তায় বিরোধীরা। তবে বুধবার এই ইস্যুতে শাসকদলকে আরও প্যাঁচে ফেলতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফের আদালতে যাওয়ার হুশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা। এদিন রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের ‘তিন প্রজন্মের নগরায়ন’ নামক একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শান দিলেন মান্নান-সুজন। বিরোধী দলনেতার বক্তব্য,‘নারদ কাণ্ডে অভিযুক্তরা আদালতে একটি হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল এই ফুটেজ নকল, এমনকী তাঁরা টাকা নেওয়ার কথাও অস্বীকার করে। আমরা এর বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়ার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছি।’ বিরোধীদলনেতার ব্যাখ্যা, যেহেতু দেশের সর্বোচ্চ আদালত ও কলকাতা হাইকোর্ট এই স্টিং ভিডিওকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন, সেই হিসাবে অভিযুক্তরা আদালতে মিথ্যা হলফনামা দিয়েছেন। এই অপরাধেই মামলা করার ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছেন আব্দুল মান্নান। অপরদিকে এবার এই নারদ-সারদা মুখ্যমন্ত্রীর মদতে হয়েছিল বলে অভিযোগ করলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য,‘রাজ্যে একটা শৌচাগারও মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ছাড়া হয় না। তাই স্বাভাবিকভাবে নারদ-সারদাতেও তাঁর অনুপ্রেরণা আছেই। উনাকে বাদ দিয়ে কিছুই হয়নি।’ পাশাপাশি সুজনের কটাক্ষ,‘আমরা অপেক্ষা করছি কবে দেখব সিবিআই এই নেতা-মন্ত্রীদের পিছনে তাড়া করছে, আর জনগণও তাড়া করছে।’ এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে এই বইটির প্রকাশ করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নারদ-সারদা ইস্যুতে মুখ না খুললেও নগরায়নের প্রশ্নে রাজ্যকে কড়া ভাষায কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন,‘এখন দেখছি নগরায়নের নামে লুঠ চলছে।’ অন্যদিকে শিলিগুড়ির মেয়র হিসাবে রাজ্যের বিরুদ্ধে আর্থিক বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন অশোক ভট্টাচার্য। এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়, সিপিএম বিধায়ক আনিসুর রহমান,তন্ময় ভট্টাচার্য, কংগ্রেস বিধায়ক সুখবিলাস বর্মা ছাড়াও অধ্যাপক অমল মুখোপাধ্যায়।

টাইগার ও ইসমাইলকে দিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করবে সিবিআই নারদ কান্ডে সিবিআইকে সাহায্যের সিদ্ধান্ত তৃণমূলে

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে এফআইআরের পর এবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে চাইছে সিবিআই। সূত্রের খবর, টাইগার মির্জা ও ইসমাইল নামক দুই ব্যাক্তিকে দিয়েই এই তদন্তের জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শুরু করতে চলেছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এর আগে সরাসরি স্টিং কাণ্ডের ফুটেজে দেখতে পাওয়া ১৩ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর করে সিবিআই। পাশাপাশি আরও ১৫ জনের বিরুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে সিবিআই। বিশেষ করে টেলিফোন কথোপকথন ও অপ্রকাশিত ফুটেজে আরও কয়েকজনের নাম থাকার কথা জানায় সিআইডি। সূত্রের খবর, টেলিফোন কথোপকথনে এই টাইগার মির্জা ও ইসমাইলের নাম একাধিকবার সামনে আসে। এমনকী ম্যাথু স্যামুয়েলকে জিজ্ঞাসাবাদের সময়েও এই দু’জনের নাম বলেন নারদ কর্তা। মূলতঃ শাসকলদের নেতা-মন্ত্রী-সাংসদদের সঙ্গে ম্যাথুকে পরিচয় করে দেন টাইগার ও ইসমাইল। তৃণমূলের ‘প্রভাবশালী’দের কাছেও নিয়ে যায় তাঁরা। টাইগারের রিপন স্ট্রিটের বাড়িতে একাধিকবার ম্যাথুর সঙ্গে একাধিক বৈঠকও করেন দুজন। তাই এরাও স্টিং কাণ্ডে জড়িত কী না তা দেখতে চাইছে সিবিআই। অপরদিকে নারদ কাণ্ডে অভিযুক্তদের নিয়ে বুধবার তৃণমূল ভবনে জরুরী বৈঠকে বসে তৃণমূল কোর কমিটি। তবে এই বৈঠক নিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, ‘সাংগঠনিক কারণে বৈঠক।’ তবে সূত্রের খবর এই বৈঠকে নারদ নিয়েই আলোচনা হয়। বেশ কিছু সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, ঠিক হয়েছে এই নারদ কাণ্ডে সমস্ত অভিযুক্তদের আর্জির বয়ান এক হতে হবে। একজোট থাকতে হবে সব অভিযুক্তকে। পাশাপাশি মামলাও করা হবে। এছাড়াও কোনওভাবে এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। সিবিআই ডাকলে সমস্ত অভিযুক্তরাই যাবে এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে সহযোগীতাও করবে। এই সংক্রান্ত বিষয়টি সমন্বয় রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মুকুল রায়কে।

ফাস্ট ফুড সেন্টারে আগুন, মৃত ১

স্টাফ রিপোর্টার: যাদবপুর ৪ বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে অন্যতম ব্যস্ত এলাকায় অগ্নিকাণ্ড ঘটল একটি ফাস্টফুড খাবারের দোকানে। বুধবার সকাল ১১টা নাগাদ ওই দোকানে সিলিন্ডার ফেটে যাওয়ার শব্দ হয়। তখনই ভয়াবহ আগুন দেখতে পাওয়া যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দমকলেরল ৩টি ইঞ্জিন আসে। প্রায় তিনঘন্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনায় এই দোকানের এক কর্মীর মৃত্যু ও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই দোকান লাগোয়া অন্য একটি খাবারের ফ্যান্টাইসির দোকানেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ রাস্তার উপরে কিভাবে দিনের পর দিন এই দোকান চলত তা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। যাদবপুর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। আহতদের এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিছুদিন আগে এই দোকানের কিছুটা দূরে আরও একটি রেস্তোরায় আগুন লাগে। ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ রাখা হয়েছে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে অ্যাপোলোয় মৃত্যু চার মাসের কুহেলির, ভাঙচুর-বিক্ষোভ পরিবারের

স্টাফ রিপোর্টার: ২ মাস আগের ডানকুনির সঞ্জয়ের ক্ষত কাটতে না কাটতেই ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অ্যাপোলোর বিরুদ্ধে। এবার চিকিৎসার গাফিলতির শিকার চারমাসের কুহেলি। আর তারই জেরে ভাঙচুর, হাতাহাতি। বুধবার সকালে মৃত্যু হয় চারমাসের শিশুটির। ফুলবাগান থানায় খুনের মামলা দায়ের করে শিশুটির পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, অ্যানাস্থেসিয়ার ওভারডোজের ফলেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে। চারমাসের কুহেলির মৃত্যুর খবর আসতেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবারের লোকজন। ভাঙচুরও চালানো হয়। ঘটনাস্থলে আসে ফুলবাগান থানার পুলিশ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বন্ধ করে দেওয়া হয় অ্যাপোলোর মেইন গেটও।

পরিবার সূত্রের খবর, চলতি মাসের ১৪ তারিখ রাতে রেক্টামের সমস্যা নিয়ে জোকা ইএসআই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কুহেলি চক্রবর্তীকে। সেখান থেকেই কোলনস্কপি করার জন্য অ্যাপোলোতে ‘রেফার’ করা হয় তাকে। পরেরদিন কোলনস্কপির জন্য ভর্তিও করা হয়। কুহেলির বাবা অভিজিৎ চক্রবর্তীর অভিযোগ,‘পয়লা বৈশাখ থাকায় কোনও চিকিৎসাই হয়নি মেয়ের। পরের দিনও একই অবস্থা।’ তবে ১৭ তারিখ কোলনস্কপি করা হবে বলে জানানো হয় বাড়ির লোককে। পরীক্ষার জন্য সকাল ৯ টা থেকে না খাইয়ে রাখাও হয়। পরে দুপুর ২:৩০ নাগাদ এই পরীক্ষা না করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় কুহেলিকে। পরেরদিনও একইভাবে টেস্ট করানো হবে বলে না খাইয়ে রাখা হয় শিশুটিকে। বিকেলের পর অবস্থা খারাপ হওয়াতে সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ ভেন্টিলেশনে নিয়ে যাওয়া হয় কুহেলিকে। বুধবার সকালে মৃত্যু হয় কুহেলির। অভিজিৎ চক্রবর্তীর অভিযোগ,‘দুদিন ধরে আমার বাচ্চাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। কোলনস্কপি করার সময় অ্যানাস্থেসিয়ার ওভারডোজেই আমার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।’ মৃত্যুর খবর আসার পরই পরিবারের সদস্যরা চড়াও হয় হাসপাতালে। ভাঙচুর চালায়। ঘটনার পরই ফুলনাগান থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে শিশুটির পরিবারের লোকজন। পাশাপাশি অ্যাপোলোর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রনোদিত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্যভবন।

আজ তলব করা হয়েছে অ্যাপোলো কর্তৃপক্ষের জবাব। ডাকা হয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। তবে নিজেদের একরত্তি মেয়ের মৃত্যুকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না কুহেলির মা শালু চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, ‘কেন একজন মায়ের কাছ থেকে এইভাবে শিশু কেড়ে নেওয়া হল? চিকিৎসকদের গাফিলতিতেই মেয়েটা চলে গেল। ডাক্তারদের শাস্তি চাই।’ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়াই মেলেনি। এর আগে ডানকুনির সঞ্জয় রায়ের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও একইভাবে চরম গাফিলতির অভিযোগ ওঠে এই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে। সতর্ক করে দেওয়া হয় রাজ্যের তরফেও। তবে তাতেও যে হুশ ফেরেনি এই নার্সিংহোমের, তা আরও একবার প্রমাণ হল, তবে ফুটফুটে একরত্তি শিশুর মাত্র ১২০ দিনের জীবনের বিনিময়ে।

নির্দেশ সিপি’র

স্টাফরিপোর্টার: পার্থ ওঝা নামে এক যুবককে নিগ্রহের অভিযোগ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিধাননগরের সিপি জ্ঞানবন্ত সিং। পুলিশের অভিযোগ পার্থ ওঝা নামে একজন যুবক তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে সল্টলেক সিটি সেন্টারের আড্ডা মারছিল। পুলিশের পিসিআর ভ্যান তাদের তরল পানীয় সেবন করতে দেখে। পুলিশের সন্দেহ হয় তারা মদ্যপান করছিল। এরপর তাদের বিধাননগর উত্তর থানায় নিয়ে আসা হয়। ব্রীদার আনালাইজার সহযোগে তাদের পরীক্ষা করা হয়। পরে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের অভিভাবকদের ডেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যদিও পার্থর অভিযোগ পুলিশ তদন্তের নামে তার উপর নিপীড়ন চালিয়েছে। বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশের মারের আঘাতে তার একটি চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর পার্থ প্রতিকার চেয়ে বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের দ্বারস্থ হয়। সিপি জ্ঞানবন্ত সিং এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

আটক ডিমে মেলেনি কোনও অশুদ্ধি

স্টাফ রিপোর্টার: অবশেষে ডিম নিয়ে বিভ্রান্তির ঘটনায় যবনিকা ঘটল। রাজ্য প্রাণী সম্পদ দফতরের অন্তর্গত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভারসিটি অফ অ্যামিমেল অ্যান্ড ফিসারি সাইন্সেসের পরীক্ষাগারে একাধিকবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হয়েছে বাজেয়াপ্ত ডিম। গত ৩০ মার্চ এক গৃহবধূর অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুরসভা প্রায় ৩৮টি ডিম সহ মহিলার ব্যবহৃত ডিমও আটক করে। এরপর রাজ্যের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় ডিমগুলি। ডিমগুলি প্রাকৃতিক, আভ্যন্তরীণ, গুণগতমান সব কিছু পরীক্ষার পর বুধবার সরকারি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে ডিমগুলিতে কোনও প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ মেলেনি। পাশাপাসি ডিমগুলি যে একেবারে প্রাকৃতিক এটা প্রমাণ হয়েছে এই পরীক্ষায়। ডিমগুলি অন্য কোন প্রাণীর কি না সেটা পরীক্ষা করতে ডিএনএ টেস্টও করা হয়েছে।

তৃণমূল-বিজেপিকে আটকাতে পাহাড়ে যেকোনও দলের সঙ্গেই জোটে রাজি: অশোক ভট্টাচার্য

স্টাফ রিপোর্টার: পাহাড়ের নির্বাচনে ‘মহাজোট’ এর ইঙ্গিত দিলেন অশোক ভট্টাচার্য। তবে পাহাড়ের চারটি পৌরসভায় সিপিএমের পক্ষে এককভাবে লড়াই করা যে অসম্ভব, কার্যত তাও মেনে নিলেন শিলিগুড়ির বাম বিধায়ক। বুধবার শহরে একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে এসে পুরনির্বাচনে তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী ‘জোট’এর রাস্তা খোলা রাখলেন বিখ্যাত ‘শিলিগুড়ি মডেল’এর প্রধান কারিগর। ১৪ মে রাজ্যে ৭ টি পুরসভার নির্বাচন হতে চলেছে, তারমধ্যে পাহাড়েরই কালিম্পং,কর্শিয়াং, মিরিক ও দার্জিলিংও আছে। পাহাড়ে এখন যথেষ্টই শক্তিশালী তৃণমূল। ইতিমধ্যে সুভাষ ঘিষিংয়ের গোর্খা ন্যাশানাল লিবারেশন ফ্রন্ট বা জিএনএলএফের সঙ্গে জোট করে এই চারটি পুরসভায় ভোটে লড়ছে তৃণমূল। অন্যদিকে প্রায় প্রতিদিনই শক্তিক্ষয় হচ্ছে মোর্চার। এই অবস্থায় এই চারটি পুরসভায় তৃণমূল-বিজেপিকে আটকাতে সমস্ত দলের সঙ্গেই সিপিএম জোটে যেতে প্রস্তুত বলে এদিন জানালেন অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর বক্তব্য,‘পাহাড়ে তৃণমূল আর বিজেপিকে আটকাতে হবে। এই দুটি দল যেন কোনও অবস্থাতেই পাহাড়ে ক্ষমতা দখল করতে না পারে।’ সেক্ষেত্রে কী ফর্মূলায় নির্বাচনে লড়বে সিপিএম। অশোকের বক্তব্য,‘এই দুটি দলকে আটকাতে যারা যারা সঙ্গে আসতে চায় সবাইকে নিয়েই জোট করা যেতেই পারে।’ এই জোটে কংগ্রেস ছাড়াও মোর্চা, হরকা বাহাদুরের জন আন্দোলন পার্টি, মদন তামাংয়ের গোর্খালীগ বা সিপিআরএমও থাকাতে পারে বলে আভাস দেন শিলিগুড়ির বিধায়ক। তাঁর আরও সংযোজন, ‘আসলে এই মুহুর্তে পাহাড়ে আমাদের পক্ষে একা লড়াই করার ক্ষমতা নেই। তাই বিকল্প ভাবতেই হবে।’ তবে যেকোনও অবস্থাতে পাহাড়ের পুরভোটে রাজ্যের ও কেন্দ্রের শাসকদলকে আটকাতে যেকোনও ফর্মূলায় সিপিএম যেতে রাজি বলে স্পষ্ট করে দেন অশোক ভট্টাচার্য।

কংগ্রেসে না তৃণমূলে, খোলসা করলেন না মানস ভুঁইয়া

স্টাফ রিপোর্টার: কংগ্রেস ছেড়েছেন। ‘হাত’ ছেড়ে ‘জোড়াফুল’এও ভিড়েছেন। তবুও নিজের দলীয় অবস্থান খোলসা করলেন না মানস ভুঁইয়া। সবংয়ের বিধায়ক এখন কোন দলে? তা জানতে চেয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দোপাধ্যায়কে চিঠি দেন বিরোধীদলনেতা আব্দুল মান্নান। বুধবার বিধানসভায় ছিল তারই শুনানি। তবে সেখানেও নিজের রাজনৈতিক অবস্থান পরিস্কার করলেন না মানস। জনপ্রতিনিধি আইনকে হাতিয়ার করে মানস ভুঁইয়ার বিধায়কপদ খারিজ করতে চেয়ে স্পিকারের কাছে আবেদন করেন বিরোধীদলনেতা। সদ্য প্রাক্তন ‘কংগ্রেস’ বিধায়ক ও বর্তমান পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান মানস ভুঁইয়া কী আদৌ দলত্যাগ করেছেন? এই প্রশ্ন তুলে স্পিকারের হস্তক্ষেপ চান আব্দুল মান্নান।

বুধবার তারই শুনানিতে রীতিমত হেয়ালি করে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান পেশায় চিকিৎসক এই বিধায়ক। ‘উনি কী কংগ্রেস ছেড়েছেন?’- বিরোধীদলনেতার এই প্রশ্নের উত্তরে মানসের বক্তব্য, ‘আমি কংগ্রেস ছাড়িনি, তৃণমূল কংগ্রেসেও যোগ দিইনি।’ ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের হাত ধরে জোড়াফুলের পতাকা তুলে নেন মানস। পরে অভিষেকের সঙ্গেই একাধিক দলীয় সভায় হাজির থেকেছেন, বক্তব্যও রেখেছেন সবংয়ের বিধায়ক। এই প্রসঙ্গ টেনে স্পিকারের পাল্টা প্রশ্ন,‘অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের সভায় কেন আপনাকে দেখা যায়?’ তার জবাবে মানসের উত্তর ‘অভিষেক আমার সন্তানে মতো, তাও ওর ডাকে আমি গিয়েছিলাম।’ পাশাপাশি ২০১১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল-কংগ্রেসের জোট করে লড়াই করার কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি। কিন্তু ‘তিনি কোন দলে?’ তা নিয়ে ধোঁয়াশা রেখে দিলেন মানস ভুঁইয়া।